24 JUL 2008

■ উচ্চ শিক্ষা ■

বিশ্ববিদ্যালয় কেন দুর্বৃত্ত শিক্ষকদের নিরাপদ আশ্রয় হবে?

শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো এতটা সহনশীল কখনোই ছিল না। প্রিয় বিদ্যাপীঠের এই দশা তো আমরা কখনোই দেখিনি! তাহলে কি বিপুল বর্ণিল দলীয় রাজনীতির গোলকধাঁধায় সব স্খলন, সব দুর্নীতি চাপা পড়ে যাবে? সারা দেশে যখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ চলছে, তখন দুর্নীতিবাজ শিক্ষকেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন। সত্যি বড় বিচিত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়! দুর্নীতি করতে করতে যেসব শিক্ষক নরকের সর্বশেষ স্তরে নেমে গিয়েছিলেন, যাঁদের বিচ্যুতিতে এ প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, তাদেরই কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরম মমতায় বুকে জড়িয়ে নিল? কিছুসংখ্যক শিক্ষক এবং সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সাহসী ও তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন তাদের আত্তীকরণ করে নিল, কেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের তীব্র ঘৃণায় বিদ্ধ হলেন না এই পতিত শিক্ষকেরা?

আমরা চাই না দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু হয়েছে তা থেমে যাক। তবে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান যেন আইনি প্রক্রিয়া মেনে চলে এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য না হয়, সেই বিচক্ষণ নাগরিক কামনাটি করতে চাই। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কর্মকমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বোচ্চ পদে বসে যাঁরা দুর্বৃত্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকেও দুর্বৃত্তায়িত করেছিলেন, সেই অন্যায়ের প্রতিকার না হলে দুর্বৃত্ত শিক্ষকেরা আরও বড় দুর্বৃত্ত হয়ে উঠবেন। এবং উঠতি শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা ভবিষ্যতে দুর্বৃত্ত হবেন বলে এখনই তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন, বিপুল উদ্যমে তাঁরা শক্তি সঞ্চয় করে মহাদস্যুতে পরিণত হবেন।

আমি দুর্বৃত্ত শিক্ষক ও শিক্ষাঙ্গনের দুর্বৃত্তায়ন নিয়ে খুবই শঙ্কিত। কেননা শিক্ষকেরা শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করেন। শিক্ষকদের দৃষ্টি দিয়েই ভবিষ্যতের নাগরিকেরা চারপাশের বিশ্বকে দেখতে শেখে। মানছি যে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে, শিক্ষকেরাও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক পদবাচ্য থাকছেন না, মানসম্পন্ন শিক্ষার আয়োজন ও আন্তরিকতায় রয়েছে অনেক ঘাটতি। তবু একজন মাঝারি মানের শিক্ষকও যদি পরিশীলিত ও দায়বদ্ধ হন, ছাত্র-ছাত্রীর ওপর তার প্রভাব হয় ব্যাপকবিস্তৃত। যে বিদ্বান উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন পতিত হওয়ার জন্য, তাঁকে কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বানাতে হবে, কেন তাঁকে সুযোগ করে দেওয়া হবে সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতির পদ অলংকৃত করার জন্য? যে বিষয়ে কথা বলছি, এর ভয়াবহতা বোঝার জন্য *প্রথম আলো* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এধরণের শিক্ষকদের অপকর্মের যে খবর প্রকাশিত হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত বয়ান নিচে তুলে ধরছি।

শিক্ষকদের মধ্যে দুর্নীতি ও অনিয়মের এক ঈর্ষণীয় কৃতিত্ব স্থাপন করেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এরশাদুল বারী। ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ *প্রথম আলো*তে এ কীর্তিমান শিক্ষক সম্পর্কে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তার শিরোনাম ছিল 'উপাচার্য বারীর দুর্নীতির ভার বইতে পারছে না উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়'। প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ অধ্যাপক বারীকে উপাচার্যের পদ থেকে অপসারণ করেন। অভিযোগ আর্থিক অনিয়ম ও ব্যাপকবিস্তৃত দুর্নীতি। অধ্যাপক বারী যে এক 'শিক্ষাদস্যু'তে পরিণত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁকে অপসারণের পরদিন ১৫ মার্চ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্যাতিত শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক ক্যাম্পাসের সর্বত্র মিষ্টান্ন বিতরণ। ওই দিনই রাত সাড়ে আটটার দিকে অপসারিত বারী তাঁর বাসভবন থেকে আসবাবপত্র সরিয়ে নেওয়ার সময় রেজিস্ট্রার গাড়িসহ মালামাল আটকে দেন। (*প্রথম আলো*, ১৬ মার্চ, ২০০৭)

এধরণের শিক্ষকদের তালিকায় রয়েছেন বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমশিনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক জিন্নাতুন্নেসা তাহমিদা বেগম, কমিশনের সাবেক সদস্য অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান ও অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী। তাঁদের বিরুদ্ধে বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, ফলাফলে অনিয়ম, ইচ্ছাকৃতভাবে নম্বর বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেওয়া, অর্থের বিনিময়ে অথবা রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগের সত্যতা এতটাই দৃঢ় যে তা সরকারি কর্মকমিশনের প্রতি মানুষের আস্থাকে ধসিয়ে দিয়েছে। আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার ২৭তম বিসিএস পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় তা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেয় কর্মকমিশনকে। কয়েকজন বিক্ষুব্ধ প্রার্থী সরকারি সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে রিট মামলা দায়ের করেন। সম্প্রতি উচ্চ আদালত সরকারি সিদ্ধান্তকে বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। সরকারি সিদ্ধান্তের বৈধতার অর্থ হলো, ২৭তম বিসিএস পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ ছিল পাহাড়প্রমাণ, যার অনেক প্রামাণিক তথ্য বিভিন্ন দায়িত্বশীল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ২৭তম বিসিএসে অনিয়মের কথা যখন সরকারি সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে স্বীকার করে নেওয়া হলো, উচ্চ আদালত যখন তার রায়ে বললেন যে সরকারি সিদ্ধান্ত ছিল বৈধ, তাহলে এই অনিয়মের সঙ্গে জড়িত কর্মকমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কেন কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করানো হবে না?

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মোসলেহউদ্দিন আহমদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগগুলোর মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে আর্থিক অনিয়ম — সবই রয়েছে। খ্যাতিমান লেখক অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল তাঁর *মহব্বত আলীর এক দিন* উপন্যাসে নাম উল্লেখ না করে এক উপাচার্যের পতিত হওয়ার কথা তুলে ধরেছেন। (*প্রথম আলো*, ১৭ মার্চ, ২০০৭)। এই শিক্ষকদের তালিকায় আরও রয়েছেন মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক খলিলুর রহমান, যিনি ৬৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৪৬১ জন শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের গায়ে যে কর্কট রোগ বাসা বেঁধেছে, এ দেশের রাজনীতি যেভাবে দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে, বর্তমান সরকার তার প্রতিকার করবে, এ কথা ভাবতে বেশ লাগে। মানতে কোনো বাধা নেই, এ সরকারের 'ভূমিকম্প' কর্মকাণ্ডের সুবাদে আমরা জানতে পারছি যে এ দেশে কিছুসংখ্যক লোক বিপুল পরিমাণ বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছেন, আকাশচুম্বী অট্টালিকা গড়ে তুলেছেন এবং তা দস্যুতা করে, অনিয়ম আর দুর্নীতি করে। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা আমাদের এ প্রিয় গাঙেয় বদ্বীপ দূষিত হয়ে উঠেছিল দস্যুদের পদচারণে: ভূমিদস্যু, বনদস্যু, জলদস্যু, শিক্ষাদস্যু। শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা দস্যু ও দুর্বৃত্তে পরিণত হয়েছিলেন, আমি চাইব দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান নির্বাহী এবং সরকারের মধ্যে যাঁরা প্রকাশ্যে ও অন্তরালে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁরা ওই দুর্বৃত্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠবেন। সঙ্গে সঙ্গে এও চাইব যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অবিমিশ্র ঘৃণা ও পরাকরণে বিদ্ধ করবেন পতিত শিক্ষকদের, যাঁরা ইতিমধ্যে শিক্ষক-পদবাচ্যতা হারিয়েছেন।

শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন: সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
hrkarzon@yahoo.com